দৈনিক ইত্তেফাক

C84

তারিখ 12 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... 2 ...

'পরীক্ষার ফল স্থগিত'

ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন কলেজের বিপুল সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত রহিয়াছে। প্রকাশ, পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত হওয়া এইসব ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ঢাকা বোর্ডে প্রায় দশ হাজার এবং কুমিল্লা বোর্ডে তিন হাজারের উর্ধ্বে। অন্যদিকে এইসব পরীক্ষার্থী যে সমস্ত কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়াছে তাহার সংখ্যা হইবে ৬০-এর উপরে। এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদে জানা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের পর কলেজ ও পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফরম পূরণে ত্রুটি ইত্যাদিই পরীক্ষার ফলাফল স্থগিতের কারণ। বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। প্রায় এক যুগ কি তাহারও বেশী দিন পূর্বে এই ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে। তবে বিষয়টির গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন এবং প্রতিরোধ করার সময়োচিত ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় ইহা বর্তমানে এক মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দেশে এমনিতেই শিক্ষাঙ্গনসমূহে নানা অরাজকতা বিদ্যমান। তদুপরি অধুনা জ্ঞানার্জনের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর অনীহা প্রচুর। অভিভাবকেরা না চাহিলেও বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী চায় অনায়াসে পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট। তাই দেখা যায়, পড়াশুনায় পশ্চাদপদ ও পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা অন্বেষণ করে ঐ সব কলেজ ও পরীক্ষা কেন্দ্র—যেখানে অবাধে নকল করা যায় অথবা অর্থের বিনিময়ে অন্যদের দ্বারা পরীক্ষা দেওয়ানো চলে।

সত্য কথা বলিতে কি, শেষোক্ত শ্রেণীর কলেজ ও কেন্দ্রগুলিতে মূলতঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। তাই দেখা যায়, সারা বছর কলেজ বিরাণ থাকে; কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে এইসব কলেজ শহর ও দূরাগত পরীক্ষার্থীদের আনাগোনায় চঞ্চল হইয়া উঠে। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষার ছয় মাস আগে ছাড়া কলেজ পরিবর্তনের নিয়ম নাই। কিন্তু স্থগিত পরীক্ষা ফলের ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ কলেজ পরিবর্তন করিয়াছে নির্দিষ্ট সময়ের পর। লক্ষণীয়, নিয়ম ভঙ্গ সত্ত্বেও তাহাদের কলেজ পরিবর্তন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে; এমনকি পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা বোর্ড হইতে পরীক্ষার প্রবেশপত্রও লাভ করিয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এই ধরনের ঘটনা বছরের পর বছর ধরিয়া ঘটিবার পরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইহা বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না। বোর্ডের এই ধরনের গাফিলতির আরও নজির রহিয়াছে। প্রকাশ, এবারের পরীক্ষায় যাহারা এক বিষয়ে ফেল করিয়াছে, তাহাদের পুরা পরীক্ষা দিতে হইবে না; শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিলেই চলিবে। এদিকে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির সময় আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ পরীক্ষা গ্রহণের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে না। ফলে বহু পরীক্ষার্থীর পুরা বছর মাটি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে।

যাহা হউক, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ফল স্থগিত হইয়াছে, তাহারা সবাই যে 'পরীক্ষা কেলেঙ্কারি'র সঙ্গে জড়িত ইহা আমাদের মনে হয় না। অনেকে নিতান্ত প্রয়োজনে কলেজ পরিবর্তন করিয়াছে। আবার কলেজ কর্তৃপক্ষের অসাবধানতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পর পরীক্ষার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশন করার ঘটনাও কম হইবে না। তবে ঘটনা যাহাই হউক, ইহার জন্য প্রথম ও প্রধানতঃ দায়ী যে বোর্ড ও বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্তা-কর্মচারী, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আমরা ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং নির্দোষ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল অবিলম্বে প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। পক্ষান্তরে বোর্ডের এই ধরনের কার্যকলাপ রোধ করিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষীয় মহলকে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনের আহ্বান জানাইতেছি। স্মরণ রাখিতে হইবে, সমূহ অধঃপতন হইতে নূতন জেনারেশনকে রক্ষা করাই হইতেছে এই মুহূর্তের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

85397 A.F. MD.